বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনক্সাঃ

জুলাই, ২০১৮

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ভূখন্ড কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মাত্র ২০৩৭,৪৬, বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশে ১৬০.১০ মিলিয়ন মানুষের বাস। এ দেশের কৃষি সহায়ক প্রকৃতির কারণে ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা ১৬০.১০ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ এবং উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে। তবে এসব পণ্যের অধিকাংশই প্রাথমিক পণ্য। অথচ জনবহুল এ দেশে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া স্থিতিশীল বাজার এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা সম্ভব হলে এ দেশের কৃষকবৃন্দ প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন আরো বহুগুণে বাড়াতে সক্ষম যা খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্প্রসারণে সহায়ক।

খাদ্য খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনাপূর্বক ০৯-১১-২০১৪ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিজাত পণ্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরীপূর্বক তা পরিবেশ বান্ধব প্যাকেটজাত করে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তরফ হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর পথ নক্সা প্রণয়নের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ফুড প্রসেসিং বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার বিষয়ে বিগত ০৯-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কাঁচামাল উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ পর্যালোচনাপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষি একটি ব্যাপক খাত। খাদ্য শস্য, উদ্যান ফসল, পোল্ট্রি, ডেইরী, ফিসারিজ, পাট, রাবার, বনজ কাঠ এবং চা-এর সমন্বয়ে এদেশের কৃষি খাত। অর্থকরী ফসল পাট, রাবার এবং বনজ কাঠ বাদ দেয়া হলে অন্যান্য সকল প্রাথমিক কৃষি পণ্যাদি খাদ্যের কাঁচামাল। উল্লেখিত নির্দেশনাত্রয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কৃষিজ কাঁচামালের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং পর্যালোচনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের প্রতিটি ধাপ পর্যালোচনা করা হলে বাংলাদেশে বিদ্যমান কৃষি খাতের সকল পণ্যের (পাট, রাবার ও বনজ কাঠ ব্যতিরেকে) প্রাথমিক, সেমি-প্রসেসড এবং ফিনিশড পর্যায়ে বিদ্যমান অবস্থাদির পর্যালোচনা সম্পাদিত হবে এবং উপরের তিনটি নির্দেশনা বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনক্সা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের তরফ হতে বাংলাদেশের চা শিল্পের উপর পৃথক একটি পথনক্সা প্রণীত হওয়ায় চা-উপ-খাতকে বাদ রেখে প্রতিবেদনখানা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মূলতঃ উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য, বোতলজাত পানি এবং লবণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদনখানা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উদ্ভিত ও প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাথমিক, সেমি-প্রসেসড এবং চূড়ান্ত পণ্যের বিদ্যমান অবস্থা, সম্ভাবনা, সমস্যা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার কারণে উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্যের সার্বিক অবস্থা পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ ব্যতীত প্রাণীজ খাদ্যের আওতায় মৌচাষের মাধ্যমে মধু আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণসহ খাদ্য হিসেবে মধুর অন্যান্য ব্যবহার এবং মৌমাছির বিপণন উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। বোতলজাত পানি এবং লবণের বাণিজ্যিক উপযোগীতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ দু'টি পণ্যের বিষয় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনখানা খাতের চাহিদা উপযোগী করার জন্য খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষি খাতের সকল উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মহা-পরিচালক ড. এ এফ এম মনজুর কাদির-কে আহবায়ক করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির গঠন কাঠামো পরিশিষ্ট "ক" সদয় দ্রষ্টব্য। প্রথমে কমিটির কয়েকজন সদস্য একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর কমিটির সকল সদস্যের লিখিত মতামত গ্রহণ, তিনটি সভা এবং একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় সভা ও কর্মশালায় খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে জড়িত সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উপরে বর্ণিত তিনটি নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত নির্দেশনা তিনটি পথনক্সায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রণীত পথনক্সা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ এখাতের রপ্তানি আয় ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন সম্ভব হবে এবং ২০৪১ সালে এ খাতে রপ্তানি ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদন প্রণয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পণ্য উন্নয়ন বিভাগ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় সবধরণের সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। খাদ্যের উৎপাদন এবং বিপণন পর্যায়ে জড়িত কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এসব মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এ কাজে প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সহযোগীতা করেছে। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের পরামর্শ এ প্রতিবেদনের পূর্ণতা আনয়নে সহায়ক হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান বেগম মাফরূহা সুলতানা প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এন.ডি.সি এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক গঠনকৃত খাদ্য প্রক্রিয়াজতাকরণ শিল্পের সম্ভাবনা সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এর দিক নির্দেশনা প্রতিবেদন প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এ জন্য কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদনখানা বাংলাদেশের সার্বিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ও খাদ্যের রপ্তানি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

সারসংক্ষেপ

উদ্যোক্তা ও সরবরাহ চেইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উন্নয়নরূপান্তর এবং বাজারজাতকরণ , সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্পৃক্ত। উৎপাদন পরবর্তী প্রসেসিং কার্যক্রম এবং প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভোগের জন্য এগ্রো ইন্ড্রাষ্ট্রিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে-। ২০১৫২০১-৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৪.৭৫%। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হলেও অনেক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিজ পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য আমদানি করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষিখাতের বিদ্যমান সক্ষমতা দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি সম্ভব। এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিগত সহায়তা ,অবকাঠামোগত উন্নয়ন ,দক্ষ জনবল , সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগ।

বাজারজাতকরণ ,সংরক্ষণ ,প্রসেসিং ,গুণগত মান ,প্রযুক্তি ,প্রাথমিক কৃষি পণ্য ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নির্ভরশীল। দেশে উৎপাদিত সকল ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের ২২এগ্রোপ্রসেসড শিল্প % পণ্য এবং এ শিল্পে শ্রমের সম্পৃক্ততা ২০%। দেশের জিডিপিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অবদান ২%। অভ্যন্তরীণ প্রসেসিং সক্ষমতামূল্য , সংযোজন ও রপ্তানি সম্ভাবনা নিয়ে দেশে ছোট ও মাঝারি আকারের অনেক প্রসেসিং শিল্প গড়ে উঠেছে। অসমর্থিত তথ্য মতে বর্তমানে নিজস্ব প্রসেসিং ইউনিটসহ প্রায় ৭০০টি চূড়ান্ত প্রসেসড ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান ফল ও শাক-সব্জি প্রক্রিয়াকরণ করছে। এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন পরিধির দিক থেকে এখনও বাংলাদেশের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দ্রুত বর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে আন্তর্জাতিক চাহিদার সামান্য কিছু অংশ বিবেচনায় নেয়া হলে এ খাত সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই সুসংগঠিত নয়-। বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে উদ্ভিদজাত খাদ্য যথা- শস্য জাতীয় খাদ্যডাল , ও তৈলবীজ জাতীয় খাদ্য, বেকারি ও কনফেকশনারী সামগ্রী প্রক্রিয়াজাত ,ফল ও শাক-সব্জি, কারবোনেটেড বেভারেজনন কারবোনেটেড ফ্রুট জুস , ও অন্যান্য পানীয়প্যাকেটজাত ম ,শলা, চিনি ইত্যাদি। প্রাণীজ খাদ্য হিসেবে হিমায়িত মাছ,ফিস ফিলে , কাঁকড়া, দুগ্ধ ও মাংসজাত খাদ্যমধু , ইত্যাদি এবং অন্যান্য খাদ্য হিসেবে লবণ , বোতলজাত পানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলোদেশে Ready to Eat পর্যায়ে কৃষিজ খাদ্যের মোট চাহিদা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও বাংলাদেশে বর্তমানে উৎপাদিত খাদ্যের ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অধিক বিশ্ব বাণিজ্য বিদ্যমান।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হলেও বাজার চাহিদা নির্ভর শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। এ খাতে ভ্যালু চেইনের প্রতিটি স্তরে গতানুগতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান। সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দুরদর্শী উন্নয়ন ভাবনার সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, অসচেতনতা, দুর্বল আইনি ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন অবস্থা, সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, সংশ্লিষ্টদের দ্রুত বড় হওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি অনেক বিষয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সুষম উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ করে চলেছে। অথচ খাতটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ন্যায় গণমানুষের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নির্ভরশীল রপ্তানি পণ্যের ভিত্তি সৃষ্টিসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ শিল্প খাতে উৎপাদিত খাদ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতেও এ খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশে কৃষির সকল উপ-খাত যেমন শস্য, সব্জি, ফলমূল, মসলা, পোল্ট্রি, ডেইরী, ফিসারিজ, বিবিধ অর্থকরী ফসল, জলজ সামগ্রী এবং বনজ সামগ্রী ইত্যাদির উপস্থিতি বিদ্যমান। কৃষির এসব উপ-খাত নির্ভর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতকে শস্যজাত খাদ্য, হিমায়িত ও ক্যানজাত শাকসব্জি, ফলজাত সামগ্রী, মশলা জাতীয় খাদ্য, ভেষজ খাদ্য, চিনি জাতীয় খাদ্য, মধু, মৎস্যজাতীয় খাদ্য, অপ্রচলিত জলজ খাদ্য, মাংস জাতীয় খাদ্য, দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, বোতলজাত পানি, লবণ ইত্যাদি হিসেবে বিভাজন করা যায়। প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের উৎপাদন সম্প্রসারণ করা সম্ভব যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসহ কৃষি নির্ভর বিবিধ কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এ শিল্পখাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পূর্বশর্ত। কৃষির সার্বিক সক্ষমতা অন্য যে কোন দেশের সাথে প্রতিযোগীতামূলক পর্যায়ে নিয়ে যাবারও সুযোগ রয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রায় গতিশীলতা এসেছে। গৃহ কর্মের বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রস্তুত খাদ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশে খাদ্য তৈরীর সকল উপকরণ বিদ্যমান। শ্রমঘন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

খাতের জন্য জনবহুল এ দেশ অত্যন্ত উপযোগী। প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ জনগোষ্টি তৈরীতে সচেষ্ট রয়েছে। সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো সৃষ্টি এবং সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর কার্যকর করে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশে উৎপাদন সম্ভাবনাময় কৃষিজ খাদ্যের বাজার পরিধি ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও অধিক। এ দেশের বেশ কিছু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কৃষিজ খাদ্য উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিজস্ব ব্রান্ডে বিপণনে সম্পৃক্ত। এ সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে কৃষিজ খাদ্য শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ২০৩৭,৪৬, বর্গ কিলোমিটার। ক্ষুদ্র এ ভূখন্ডে ১৬০.১০ মিলিয়ন মানুষের শিল্প, কলকারখানা, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি যাবতীয় চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার। বাংলাদেশে সাধারণ প্রবনতা হচ্ছে সব কিছুই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা। অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠা ক্ষেত্রসমূহে প্রকট সমস্যা সৃষ্টি হলেই তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। কৃষি নির্ভর খাদ্য শিল্পের মূল ভিত্তি চাষযোগ্য কৃষি ভূমি বিধায় ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত শিল্প দূষণের কারণে ভূমি, জলাভূমি ও নদীনালা দূষণের সম্মূখীন। কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমিতে হেভী মেটালের উপস্থিতি ধরা পড়ছে। যার কারণে এসব কৃষি জমির কৃষি পণ্যে উৎপাদিত খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। জলজ প্রাথমিক কৃষি পণ্যের প্রাকৃতিক রি-জেনারেশন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পাহাড় ধস, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের টেকসই উন্নয়ন এবং সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার আবশ্যক।

কৃষিজ খাদ্য সামগ্রীর ভ্যালু চেইনের স্তরসমূহ তথা প্রাথমিক কৃষি পণ্যের প্রি ও পোষ্ট হার্ভেষ্টিং পর্যায় ,প্যাকেজিং , পরিবহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল পর্যায়ে ভোক্তার স্বাস্থ্যগত চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে না। এসব প্রাথমিক কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে Good Agriculture Practice অনুসরণ না করায় খাদ্য মানের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। পরিমাণগত সম্প্রসারণ চাহিদা সামনে রেখে কৃষক প্রাথমিক কৃষি পণ্য উৎপাদন করছে। পরিমাণগত সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন উপকরণের স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবহার সম্পর্কীত বিধি-বিধানের ঘাটতি এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপেক্ষিত। পঁচনশীল বা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উন্নত পরিবহণ এবং সংরক্ষণে কৃষকবৃন্দ কোনভাবেই সক্ষম নয়। সরকারের তরফ থেকে উন্নত পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি তেমন একটা সৃষ্টি করা হয়নি। এ সুযোগে প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ ও সংরক্ষণে স্বাস্থ্য সম্মত অবস্থার বিষয়াদি কোনরূপ বিবেচনায় না এনে এসব ক্ষেত্রে বিবিধ কীটনাশক ও প্রিজারভেটিভসহ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি এসব উপকরণ বিপণনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচার মাধ্যমে এ্যাড প্রদান এবং বিপণন কর্মী নিয়োগ করে বিপণন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের খাদ্য মান উন্নয়ন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশকে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কৃষিজ খাদ্য উৎপাদক শিল্পসহ বাজার থেকে প্রাথমিক কৃষি পণ্য সংগ্রহপূর্বক খাদ্য উৎপাদন করে থাকে। কাঁচামালের মান সম্পর্কিত বিষয়াদি খুব একটা বিবেচনায় নেয়া হয় না। Good Agriculture Practice অনুসরণে পণ্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের সুযোগ থাকে না। যার কারণে কৃষিজ খাদ্যের মান ঠিক থাকছে না। এক্ষেত্রে প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদক এবং কৃষিজ খাদ্য উৎপাদক শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সুনির্দিষ্ট মানের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। এ ব্যতীত সুষ্ঠু পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে বিভিন্ন ভাবে শতকরা ৪৫% পর্যন্ত প্রাথমিক কৃষি পণ্যের ক্ষতি হয়। যার কারণে খাদ্য মান ও মূল্যের বিচারে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য রপ্তানি মূল্যের তুলনায় প্রতিযোগীতামূলক। বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারের একই অবস্থা বিরাজমান। পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সহায়তা ব্যতিরেকে কৃষিজ খাদ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক কৃষি পণ্যসহ ভ্যালু চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগীতামূলক অবস্থা নিশ্চিত এবং গ্রেডিং, উন্নত প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ওয়েষ্টেজের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা আবশ্যক।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদিত কৃষিজ খাদ্যের মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ পর্যায়ে মানের বিষয়ে অধিকাংশ উৎপাদক অনেকটা উদাসীন অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক সস্তা মূল্যের প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব অবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যের মান নিশ্চিত করার মত শক্তিশালী অবকাঠামোগত সুবিধা দেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট কর্তৃক বর্তমানে মাত্র কিছু খাদ্য পণ্যসহ ১৫৪টি পণ্য

বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশনের আওতায় নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ অবস্থার মনিটরিং করা কতটা সম্ভব হচ্ছে তা পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে বর্তমান বর্ধিত চাহিদার কারণে বর্ধিত পরিমাণে কাজের ভার অর্পণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় না যা বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী। কমপক্ষে ৩০বছর পূর্বে বাংলাদেশের ৩৫/ অধিকাংশ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান চাহিদা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার বিষয়াদি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক পূর্ণগঠন এখন সময়ের দাবী। বিএসটিআই প্রণীত বাংলাদেশ মানের সংখ্যা এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত ও আমদানির মাধ্যমে সরবরাহকৃত ভোগ্য পণ্যের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সাম্প্রতিক সময়ে নিজস্ব মান এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট দুর্বল অবকাঠামোগত অবস্থার সুযোগে অনেক ক্ষতিকর নিম্নমানের পণ্য দেশে বাজারজাত হচ্ছে। এতে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে এ অবস্থা ভয়ানক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশের পরীক্ষণ ল্যাবরেটরীসমূহের সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় মান সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্য দেশের সহায়তা নিতে হচ্ছে। যার কারণে দেশের নীট রপ্তানি আয় ঘোষিত রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক কম। খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরীসমূহের দুর্বলতার কারণে সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদিত কৃষিজ খাদ্যের মূল্য মূলতঃ বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণন সক্ষমতা, বাণিজ্য সংগঠনসমূহের জোটবদ্ধ অবস্থা, পশ্চাৎ সংযোগ পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের অপতৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এর ফলে দেখা যায় কৃষক এবং ভোক্তা পর্যায়ের পণ্য মূল্যের পার্থক্য অনেক। পণ্যের উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির প্রবনতা ঠেকানোর ক্ষেত্রে বাজার মনিটরিংকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া খুব একটা কার্যকর নয়। বাণিজ্য সংগঠনসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তাদের সহায়ক হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। যে কোন দেশেই উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি দক্ষতার সাথে নিরূপণ এবং ঘাটতির বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদন উদ্বৃত্ত দেশ থেকে আমদানির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। উৎপাদন, চাহিদা ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে রপ্তানি উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশে কৃষি খাতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ অনেক বেশী। অর্থাৎ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ বিদ্যমান। এ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যসহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন এবং অব্যাহতভাবে রপ্তানি কার্যক্রম অনুসরণ আবশ্যক। অভ্যন্তরীণ ঘাটতির কারণে হঠাৎ করে কোন খাদ্যের রপ্তানি হ্রাস বা বন্ধ করা হলে ক্রেতা দেশের আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয় যা রপ্তানি বান্ধব নয়। পণ্যের মান এবং চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা। এতে কৃষিজ খাদ্যের মান এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুষম সরবরাহ নিশ্চিত সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যের বাজার এখনও ব্যাপকতা লাভ করেনি। তবে ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের প্রাত্যহিক প্রস্তুত প্রধান খাদ্যের আন্তর্জাতিক বাজার বিদ্যমান এবং তা ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাদ্যের মূল উৎস কৃষি। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে খাদ্যের বিদ্যমান ব্যাপক পরিধির বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন কম্পোজিট ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ। বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকায় খাদ্য শস্য, শাক-সব্জি, ফিসারিজ, পোল্ট্রি এবং ডেইরীসহ প্রাথমিক পণ্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এসব কৃষি পণ্যের উৎপাদন এলাকায় কম্পোজিট ফুড ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা যায়। তবে এরূপ ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদোক্তা, ব্যাংক, ফুড টেকনোলজিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সম্ভাবনা যাচাই-এর লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠিত হতে পারে এবং এসব শিল্পকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য সহায়ক সংস্থা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। যাতে করে শিল্প স্থাপনের পর পরেই এগুলোকে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষণা করতে না হয়। বাংলাদেশে এরূপ Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্যের বাজার সীমিত হওয়ায় উন্নত দেশের খাদ্য মানের উপযোগী করে এসব শিল্প স্থাপন যৌক্তিক হতে পারে।

বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান শুষ্ক খাবারসহ Ready to Eat পর্যায়ের বিবিধ খাদ্যের একক আইটেম উৎপাদন শুরু করেছে। কিন্তু কাঁচামালসহ উৎপাদন চেইনের প্রতিটি স্তর নিয়ন্ত্রিত নয়। খাদ্য উৎপাদনে Good Manufacturing Practice অনুসরণপূর্বক খাদ্য উৎপাদন অবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের আবশ্যকীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পসমূহ কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ শিল্পের Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE)-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কৃষিজ খাদ্য শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সার্বিক কৃষি খাতের সমস্যাদির সমাধান আবশ্যক। সার্বিক কৃষি খাতে বিদ্যমান সমস্যাদির পরিধি অনেক ব্যাপক। এ জন্য সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক। কৃষি পণ্যের মান এবং বাণিজ্য সহায়ক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা করার সক্ষমতা চাহিদা উপযোগীকরণসহ বিভিন্ন সহায়ক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন, অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃষিজ খাদ্য শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শিল্পসমূহের

মান ও মূল্যগত দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি,উৎপাদন সম্প্রসারণ, সম্ভাব্য দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ বিদ্যমান সম্ভাবনাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটসহ বিবিধ প্রচার মাধ্যমে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, স্বল্পসুদে ও সরল প্রক্রিয়ার মূলধন সরবরাহরপ্তানির ক্ষেত্রে ,মান সম্মত কাঁচামাল সরবরাহে সরকারের সহায়তা , নগদ সহায়তা ইত্যাদি সুবিধার মাধ্যমে এখাতে সম্ভাব্য উৎপাদকবৃন্দকে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এসব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষিজ খাদ্য খাতের ৫৯৭৯৮. বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বড় বাজারে প্রবেশ এবং ধীর গতিতে সৃষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে এগ্রোপ্রেসেসিং শিল্প খাতে সম্ভাবনা অনেক বেশী। শিল্প খাতটি অদূর ভবিষ্যতে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। দেশের ২.৫০ লক্ষ হেক্টর হতে ২.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। বিদ্যমান হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার মাত্র ২০% ব্যবহার হচ্ছে। এর মূল কারণ কাঁচামালের অভাব। এ সমস্যা সমাধানে দেশে চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩০০ কেজি থেকে ৫০০০ হাজার কেজিতে উন্নীত করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। ২০১৫ সালে এ খাতের রপ্তানি আয় ছিল ৪৯৮ ৬৪.মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চুক্তি বদ্ধ চাষ ব্যবস্থায় মাত্র ১.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিদ্যুৎসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানপূর্বক চিংড়ি চাষের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ এ খাতের রপ্তানি আয় ৫.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব । ২০২১ সাল নাগাদ উল্লেখযোগ্য পরিমানে প্রক্রিয়াকরণকৃত কাঁকড়া, ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু এবং ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন আম রপ্তানি সম্ভব হবে। মাশরুমের চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্পসারণ কেন্দ্রের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দেশের শৈবাল চাষ প্রবর্তণ ও মান সম্পন্ন মধুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ এ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। কম্পোজিট ফুড ইন্ডষ্টিজ গড়ে তোলার মাধ্যমে ready to eat পর্যায়ে সৃষ্ট খাদ্যের উৎপাদন ও বিপণনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণকৃত কাঁকড়া, আমসহ অন্যান্য ফলজাত সামগ্রী, আলু ও আলুজাত সামগ্রী, শাক-সব্জি, শস্যজাত খাদ্য, মসলা, মধু ইত্যাদি উপ-খাত থেকে ২০২১ সাল নাগাদ আরও ১.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হতে পারে। এ খাতে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এবং সমস্যাদির সমাধানপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের রপ্তানি আয় আগামী ৫ বছরে ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যা ২০৪১ সালে এ খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি ২৫.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এ খাতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও পর্যাপ্ত পরিমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
i .	বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন ও কাঙ্খিত ফলাফল	১
০১.	বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	২-৭
০২.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বর্ণনা	৩
০৩.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণে বাংলাদেশের সক্ষমতা	৪-৫
০৪.	বাংলাদেশী খাদ্য সামগ্রীর রপ্তানি অবস্থা	৫
০৫.	খাদ্যসামগ্রীর বিশ্ব বাজার	৫-৬
০৬.	উদ্ভিদজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত প্রাথমিক পণ্যাদির উপ-খাতভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন অবস্থা	৬-১৬
	০৬.১ শস্যজাত প্রাথমিক পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৭-৯
	০৬.২ শাক-সব্জি : সমস্যা ও করণীয়]:	৯-১৩
	০৬.৩ ফলমূল : সমস্যা ও করণীয়	১৩-১৪
	০৬.৪ আলু : সমস্যা ও করণীয়	১৩-১৪
	০৬.৫ মাশরুম : সমস্যা ও করণীয়	১৪-১৫
	০৬.৬ ডাল ও তৈল বীজ : সমস্যা ও করণীয়	১৫-১৬
০৭.	মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত প্রাথমিক পণ্যাদির উপ-খাতভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন অবস্থা	১৬-২৩
	০৭.১ চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ : সমস্যা ও করণীয়	১৭-২০
	০৭.২ অপ্রচলিত জলজ প্রাথমিক খাদ্য-কাঁকড়া, কুঁচে, শামুক-ঝিনুক, কচ্ছপ, কুমির, শৈবালজাত খাদ্য : সমস্যা ও করণীয়	২০-২৩
০৮.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সেমি-প্রসেসড পণ্য	২৪-৩১
	০৮.১ সেমি-প্রসেসড শস্যজাত পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	২৪
	০৮.২ মশলাজাত পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	২৫-২৬
	০৮.৩ পোল্ট্রিজাত খাদ্য : সমস্যা ও করণীয়	২৬-২৮
	০৮.৪ ডেইরী সামগ্রী : সমস্যা ও করণীয়	২৮-৩০
	০৮.৫ লবণঃ সমস্যা ও করণীয়	৩১
০৯.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত পণ্য	৩১-৪৪
	০৯.১ শস্যজাত চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৩২-৩৪
	০৯.২ ফলমূলজাত পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৩৪-৩৫
	০৯.৩ আলু প্রক্রিয়াজাত পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৩৫-৩৬
	০৯.৪ ভেষজ খাদ্য পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৩৭-৩৮
	০৯.৫ মৎস্যজাত খাদ্য পণ্য : সমস্যা ও করণীয়	৩৮-৪০
	০৯.৬ সল্টেড ও ডিহাইড্রেড মাছ : সমস্যা ও করণীয়	৪০-৪১
	০৯.৭ চিনিজাত খাদ্য : সমস্যা ও করণীয়	৪১
	০৯.৮ খাবার পানি : সমস্যা ও করণীয়	৪১-৪২
	০৯.৯ মধু : সমস্যা ও করণীয়	৪২-৪৪
১০.	শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা ও করণীয়	৪৪-৫১
	১০.১ শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে বিদ্যমান সমস্যা	৪৫-৪৬
	১০.২ শিল্প পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের বিকাশে করণীয়	৪৬-৫১
১১.	উপসংহার	৫১